দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ডুমুরিয়ায় শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির শতভাগ টাকা পায়নি!

■ ডুমুরিয়া (খুলনা) সংবাদদাতা

ডুমুরিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প-৩ এর আওতায় শিক্ষার্থীরা শতভাগ উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসের গাফেলতিকে দায়ী করা হয়।

সূত্র জানায়, উপজেলায় ২১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং ৫টি এবতেদায়ী মাদরাসায় মোট ৩৫ হাজার ৫৩৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই থেকে ২০১৬ জুন পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রকল্প থেকে শতভাগ উপবৃত্তি পাবেন। সে মোতাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বরাদ্দের চাহিদাপত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প (পিডি) অফিসে প্রেরণ করার কথা রয়েছে। ডুমুরিয়া উপজেলায় ২ কোটি ৬৬ লাখ ২১ হাজার ৯১৩ টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু বরাদ্দের চেয়ে ৮১ লাখ ১৫০ টাকা কম আসায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে টাকা বিতরণে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কারণ হিসেবে উপজেলা শিক্ষা অফিসের শরাফপুর ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সমীর কুমার দাস ২৬টি বিদ্যালয়ের ২ হাজার ২৮৯ জন এবং শাহাপুর ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ৩১টি বিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৫৯০ জন শিক্ষার্থীর ৪ মাসের বরাদ্দের কোনো চাহিদাপত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করেননি। ফলে বরাদ্দ কম আসায় টাকা বিতরণে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সূত্র জানান, প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ৫০ টাকা হারে বছরে ৬০০ টাকা এবং প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে বছরে ১২০০ টাকা পাবেন। শিক্ষার্থীদের মায়েরা প্রকল্পের দেয়া কার্ডে স্বাক্ষর করে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাবেন। সেক্ষেত্রে প্রতিটি বিদ্যালয়ে মায়েদের কার্ড শনাক্ত করবেন। এদিকে রবিবার সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি ব্যাংকের পক্ষ থেকে টাকা বিতরণ শুরু করা হয়। এ সময় বরাদ্দ টাকার চেয়ে কম টাকা পাওয়ায় মায়েরা বিষয়টি জানতে চাইলে শিক্ষকরা জানান, পরে বরাদ্দ আসলে বাকী টাকা দেয়া হবে।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার অহিদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের চাহিদা যথা নিয়মে পাঠানো হয়েছে। তবে কি কারণে টাকা কম এসেছে তা তার জানা নেই। টাকা কম পাওয়ায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ইতোমধ্যে বাকী টাকা চেয়ে চিঠি প্রেরণসহ মোবাইল ফোনে কথা বলা হয়েছে। আজ সোমবার বাকী টাকা পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে তিনি কত টাকার চাহিদাপত্র পাঠিয়েছিলেন জানতে চাইলে কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। কৃষি ব্যাংকের ডুমুরিয়া উপজেলার শাখা ব্যবস্থাপক শিকদার তৌহিদুল ইসলাম বলেন, তার কাছে যে বরাদ্দ এসেছে তার চেয়ে বেশি টাকা তো দেয়া সম্ভব নয়।